অর্থবছরে পালক-পুরোহিতদের ০১টি প্রশিক্ষণ বরিশালে এবং ছাত্র-যুবকদের ০১টি প্রশিক্ষণ রাজশাহী, ০১টি দিনাজপুর ও ০১টি বরিশালে আয়োজন করা হবে। অন্যান্য প্রশিক্ষণসমূহ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে।

গীর্জা/চার্চ/উপাসনালয় ও কবরস্থানের তালিকা প্রণয়ন ঃ দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত খ্রিস্টান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তথা গীর্জা/চার্চ/উপাসনালয় ও কবরস্থানের হালনাগাদ সংখ্যা নিরূপণ ও তালিকাভুক্তির কার্যক্রম চলছে। এ লক্ষ্যে দেশের সকল খ্রিস্টান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে ট্রাস্টের কার্যক্রমের আওতায় আনার কাজ অব্যাহত রয়েছে।

খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন-২০১৮ ঃ অধ্যাদেশের আলোকে খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন-২০১৮ ইতোমধ্যে মন্ত্রী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে মহান জাতীয় সংসদের বিগত অধিবেশনে বিল আকারে উত্থাপিত হয়েছে। আইনটি বর্তমানে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন ঃ খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ও বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে প্রতি বৎসর ১৫ আগষ্ট জাতীয় শোক দিবস ও ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিবস উপলক্ষে তেজগাঁও হলি রোজারি চার্চে বিশেষ প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হয়েছে এবং এ বছর থেকে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে শিশুদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। এ ছাড়াও মহান বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, গণহত্যা দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে শহীদদের স্মরণে ও জাতির সুখ সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হয়েছে।

শুভ বড়দিন উপলক্ষে বঙ্গভবনে সংবর্ধণা অনুষ্ঠানে সহায়তা প্রদান ঃ প্রতি বছর শুভ বড়দিন উপলক্ষে বঙ্গভবনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। অনুষ্ঠানটিতে খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট সার্বিক ভাবে সহায়তা প্রদান করে থাকে।

জাতীয় অনুষ্ঠানে পবিত্র বাইবেল পাঠক প্রেরণঃ বর্তমান সরকারের আমলে প্রতিটি জাতীয় অনুষ্ঠানের শুরুতে চার ধর্মের পবিত্র গ্রন্থসমূহ থেকে পাঠ করা হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে এ সকল অনুষ্ঠানে পবিত্র বাইবেল পাঠ করার জন্য পালক/পুরোহিত নিয়মিত প্রেরণ করা হয়ে থাকে।

প্রকাশনা ও প্রচারনায় ঃ
খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ৮২ নং তেজকুনীপাড়া (পুরাতন এয়ারপোর্ট রোড, ২য় তলা), তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫; ফোন: ৯১১৪২৯৬; ফ্যাক্স: ৯১০৪৭১৫;
E-mail: crwt09@yahoo.com
Website: www.crwt.gov.bd

প্রকাশকাল ঃ ২২ মার্চ, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
০৮ চৈত্র, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ
ঢাকা।

স্বল্পোন্নত দেশের স্ট্যাটাস হতে বাংলাদেশের উত্তরণ
The Graduation of Bangladesh from LDC Status

খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

❖ **জাতিসংঘ নির্ধারিত স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের নির্ণায়কসমূহ:**

(i) GNI per Capita.
(১২৩০ মার্কিন ডলার বা তার বেশি)
(ii) Human Asset Index.
(৬৬ বা তার বেশি)
(iii) Economic Vulnerability Index.
(৩২ বা তার বেশি)

❖ উত্তরণের জন্য তিনটি নির্ণায়কের যে কোন দু'টির নির্ধারিত মান অথবা GNI-এর দ্বিগুণ অর্জন করতে হয়।

➢ বাংলাদেশই প্রথম দেশ যে ৩টি নির্ণায়ক একসঙ্গে অতিক্রম করে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন করতে যাচ্ছে।

➢ বাংলাদেশ ১৯৭৫ সালে স্বল্পোন্নত দেশের শ্রেণিতে অন্তর্ভূক্ত হয়।

➢ বর্তমানে স্বল্পোন্নত দেশের সংখ্যা- ৪৭টি।

➢ এ পর্যন্ত স্বল্পোন্নত দেশের শ্রেণি থেকে উত্তরণে সক্ষম হয়েছে ৫টি দেশ।

➢ উত্তরণের অপেক্ষায় আছে ২টি দেশ।

➢ ২০১৮ সালে উত্তরণের যোগ্য সম্ভাব্য দেশের সংখ্যা বাংলাদেশসহ ৩টি।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন খিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে অর্জিত বর্তমান সরকারের সাড়ে ৮ বছরের সাফল্য চিত্র ঃ

👍 **খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা ঃ** ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট অধ্যাদেশ জারির ২৬ বৎসর পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকারের আমলে, ৫ নভেম্বর ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করা হয়। ইহা ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি সংস্থা, যা পরিচালনার জন্য ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি ট্রাস্টি বোর্ড রয়েছে। ৭ সদস্য বিশিষ্ট ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী অধ্যক্ষ মতিউর রহমান, ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব জুয়েল আরেং, এমপি, ট্রাস্টি- জনাব বেনেডিক্ট আলো ডি' রোজারিও, জনাব হিউবার্ট গমেজ, জনাব জেমস সুব্রত হাজরা, জনাব উইলিয়াম প্রলয় সমদ্দার এবং ট্রাস্টি ও সচিব জনাব নির্মল রোজারিও।

👍 **স্থায়ী তহবিল ঃ** সরকার ২০১১ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে ট্রাস্টের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৫ কোটি টাকার এনডাওমেন্ট তহবিল ছারপূর্বক ট্রাস্টের নামে ১টি স্থায়ী আমানত করেছে। স্থায়ী আমানতের সুদের টাকায় ট্রাস্টের পরিচালনা ব্যয় নির্বাহসহ বিভিন্ন চার্চের অনুকূলে অনুদান প্রদান করা হয়। এছাড়াও ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে প্রতি বছর ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাজেট থেকে ট্রাস্টের অনুকূলে পরিচালনা ব্যয় নির্বাহের জন্য কল্যাণ মঞ্জুরী প্রদান করা হচ্ছে।

👍 **অফিস স্থাপন ও কর্মী নিয়োগ ঃ** নভেম্বর ২০১১ মাস থেকে ট্রাস্টের জন্য ৮২নং তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকায় ভাড়াকৃত কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অস্থায়ী ভিত্তিতে ৫ জন স্টাফ নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ট্রাস্টি বোর্ডের সভায় ১১জন কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও ট্রাস্টের কার্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য প্রবিধানমালা, নিয়োগবিধি, অর্গানোগ্রাম, সরঞ্জামাদির তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে, যা বর্তমানে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

👍 **গীর্জা/ উপাসনালয়/ কবরস্থান নির্মাণ, মাটিভরাট, মেরামত, সংস্কার ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণের জন্য অনুদান প্রদান ঃ** খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের তহবিল হতে ২০১১ সাল থেকে এ পর্যন্ত ২৮৪টি চার্চেকে ১ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা মেরামত, সংস্কার, নির্মাণ, মাটিভরাট, কবরস্থানের সীমানা প্রাচীর নির্মাণের জন্য অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

👍 **পালক-পুরোহিত ও ছাত্র-যুবকদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মশালা বাস্তবায়ন ঃ** মানব সম্পদ উন্নয়নের অংশ হিসেবে ট্রাস্টের উদ্যোগে ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে পালক-পুরোহিতগণের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ২টি প্রশিক্ষণ কর্মশালার মাধ্যমে ১০০ জন পালক-পুরোহিতকে এবং ছাত্র-যুবকদের নীতি নৈতিকতা বিষয়ক ০৮টি প্রশিক্ষণ কর্মশালার মাধ্যমে ৪০০ জন ছাত্র-যুবককে নীতি নৈতিকতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে পালক-পুরোহিতগণের জন্য ০২টি ও ছাত্র-যুবকদের জন্য ০৪টি প্রশিক্ষণ কর্মশালার মাধ্যমে ১২০ জন পালক-পুরোহিত ও ২০০ জন ছাত্র-যুবককে নিয়ে নীতি-নৈতিকতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। উল্লেখ্য যে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ছাত্র-যুবকদের ০১টি প্রশিক্ষণ ময়মনসিংহ ও ০১টি প্রশিক্ষণ সিলেটে আয়োজন করা হয়েছিল। চলতি